পাঁচ বছরে প্রাইমারী স্কুলে ছাত্র বেড়েছে মাত্র ছয় লাখ

লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩২ লাখ কম

।। খন্দকার আনোয়ার মুকুল ।।

গত পাঁচ বছরে দেশে প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে মাত্র ৫ লাখ ৮৯ হাজার। যা দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ৩২ লাখ ৫২ হাজার কম। এ সময়ের জন্যে ছাত্রসংখ্যার লক্ষ্যমাত্রা ধরা ছিল ১ কোটি ২০ লাখ ৬০ হাজার। আর ছাত্রসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৮ লাখ ৮ হাজার। এ তথ্য সংশ্লিষ্ট মহল সূত্রের।

উল্লিখিত সময়ে ২ হাজার অতিরিক্ত নতুন স্কুল নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। কিন্তু এ সময়ে স্কুল তৈরি হয়েছে মাত্র ৯২টি।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ১৯৮০ সালে ছাত্রসংখ্যার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭০ লাখ। সেখানে প্রকৃত ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ৮২ লাখ ১৯ হাজার। ১৯৮১ সালের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৯ লাখ। ছাত্রসংখ্যা ছিল ৮২ লাখ ৯২ হাজার। ১৯৮২ সালে ৯৩ লাখ ৪০ হাজার লক্ষ্যমাত্রার স্থলে ছাত্র হয় ৮৫ লাখ। ১৯৮৩ সালে এক কোটি ৮ লাখ লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এ সময়ের প্রকৃত ছাত্রসংখ্যা ৮৪ লাখ

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

মাত্র ছয় লাখ

প্রথম পৃঃ পর

৫০ হাজার। ১৯৮৪ সালের লক্ষ্যমাত্রা ছিল এক কোটি ২০ লাখ ৬০ হাজার। ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ৪৮ লাখ ৮ হাজার। উপরোক্ত তথ্য থেকে দেখা যাচেছ, প্রথম দু'বছর ছাত্রসংখ্যা লক্ষ্যমাত্রা থেকে বেশি ছিল। কিন্তু পরবর্তী তিন বছরই তা লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক পিছিয়ে যায়।

সামগ্রিকভাবে প্রাইমারী পর্যায়ে ছাত্র বৃদ্ধির হার খুবই নগণ্য। লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়া সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মহল কয়েকটি কারণের কথা জানিয়েছেন। এগুলো হচেছ: সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে গরীব পিতা-মাতার অনিচছা, প্রাথমিক শিক্ষকদের কর্মোদ্যমের এবং স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতার অভাব। এছাড়া রয়েছে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, শিক্ষক ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের স্বল্পতা, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও প্রকৌশলী বিভাগের সমন্বয়ের অভাব এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কুল গৃহের মেরামত ও নির্মাণে বিলম্ব।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর অগ্রগতিতে অন্যান্য দিক থেকেও যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। যেমন; এ সময়ে নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৬ হাজার ৯৪৩টি। নির্মিত হয়েছে মাত্র ৬ হাজার ১০৬টি। মোট ১৪ হাজার ৪৫৪টি স্কুল মেরামতের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। সেখানে মেরামত করা হয়েছে ছয় হাজার ৫৬৭টি। টিউবওয়েল বসানোর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০ হাজার। এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৪ হাজার ৭৬৫টি। শতকরা ৯৭টি স্কুলে টয়লেট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। মাত্র শতকরা ৬ ভাগ স্কুলে তা স্থাপন করা হয়। নতুন ৩টি পিটিআই নির্মাণের স্থলে ২টি নির্মিত হয়েছে।